The Secondary School WASH Facility Improvement Circular painted on the walls of a school in southern Bangladesh. Photo by DORP.

শুদ্ধাচারের প্রয়োগ কি পারে স্কুলের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে?

শুদ্ধাচারের মাধ্যমে কমিউনিটি ও স্কুলের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের উন্নয়ন

বাংলাদেশের স্কুলসমূহে পানি, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন পরিস্থিতি (ওয়াশ)

নোংরা ও বন্ধ শৌচালয় শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য অন্তরায়

স্কুল সমূহে পানি, পয়নিষ্কাশন/পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থবিধির অপর্যাপ্ততা বায়ুবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বিস্তার করে এবং স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি ও শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি করে। মেয়েরা বিশেষ করে স্কুলসমূহে ওয়াশ-এর এই অপর্যাপ্ততার পরিস্থিতির শিকার হয়ে থাকে।সামগ্রিকভাবে, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং লিঙ্গসমতার ক্ষেত্রে এটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় বটে।

২০১৮ সালের পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি ভিত্তিক উপাত্তে দেখায় যে, ৭৪% স্কুলে পানীয় জলের, ৫৯% স্কুলে স্যানিটেশন ও মাত্র ৪৪% স্কুলে মৌলিক স্যানিটেশনের সুবিধা রয়েছে। ২০১৪ সালের জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি বেইজলাইন সার্ভেতে দেখা যায়, গড়ে প্রতিটি স্কুলে ১৮৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটিমাত্র শৌচাগার রয়েছে।

আবার শৌচাগার থাকলেও অপর্যাপ্ত সুবিধা, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি, তালাবদ্ধ থাকার কারণে কম ব্যবহার হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি বেজলাইন সার্ভেতে দেখা যায় প্রাইমারি স্কুলসমূহে প্রতি ১০টি শৌচাগারের মধ্যে ৬টি শৌচাগার তালাবদ্ধ অবস্থায় এবং এর মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশ পরিষ্কার। প্রায়শই দেখা যায়, এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা, নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং এর জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত জনবল নেই। মাসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কুসংস্কার থাকার কারণে এই পরিস্থিতি অনুধাবন এবং ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয় ।

২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে প্রকাশিত, মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা সমুহে পানি, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন (ওয়াশ) উন্নয়ন সম্পর্কে **স্কুল ওয়াশ সার্কুলার-২০১৫** নামে একটি পরিপত্র আছে, তথাপি স্কুলের ওয়াশ সুবিধাগুলির উন্নতি এবং রক্ষনাবেক্ষন এখনো কম গুরুত্ব পাচ্ছে এবং ক্রমাগত এর শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বদ্ধপরিকর। ১৭ টি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে লক্ষ্য-৬ যেখানে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে।.

২টি প্রশাসনিক এলাকার ৩০টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচ্ছন্নতা এবং মাসিককালীন সময়ে করনীয় স্বাস্থবিধি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে মাত্র ১৯% ছাত্রী বলেছে মাসিক-কালীন সময় তাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির উপর প্রভাব ফেলেনি, ৮% বলেছে এ সময় সাধারণত তারা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে আর বাকী ৭৩% বলেছে স্কুলে মাসিক শুরু বা চলমান থাকলে তারা দ্রুত স্কুল ত্যাগ করে বাড়িতে চলে যায়।

ডরপ, WIN,, এনজিও ফোরাম এবং স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্কুলে ওয়াশ এবং শুদ্ধাচার বিষয়ে চলমান গবেষণার (AWIS tool) প্রাক-বিশ্লেষণের পর্যায় থেকে সংগ্রহীত-

১ ইউনিসেফ। ২০১২. বিদ্যালয়গুলিতে পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (ওয়াশ). https://www.unicef.org/publications/files/CFS_ওয়াশ_E_web.pdf

২ ইউনিসেফ এবং ডাব্লুএইচও। ২০১৮. বিদ্যালয়ে পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি: গ্লোবাল বেসলাইন রিপোর্ট ২০১৮. নিউ ইয়র্ক: জাতিসংঘের শিশুদের তহবিল (ইউনিসেফ) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ১১/১৯-এ অন্বেষন করা হয়েছে- https://www.unicef.org/media/47671/file/_JMP-wash-in-Schools-ENG.pdf

৩ ওয়াটার এইড বাংলাদেশ। ২০১৫. বাংলাদেশ জাতীয় স্বাস্থ্যকর বেসলাইন সমীক্ষা। 4 আইবিড।এস ১১/২০১৯-এ প্রকাশিত হয়েছে http://washinschoolsmapping.com/wengine/wp-content/uploads/2015/10/Bangladesh-Government-Circular-wash-Facilities-in-Schools-2.pdf

কেবল অর্থ বা অবকাঠামো নয়, শুদ্ধাচার প্রয়োগের অভাব ও স্কুলে ওয়াশ খাত উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করে

স্কুল সমূহে ওয়াশ সুবিধার বেহাল দশার জন্য শুধুমাত্র সম্পদের সীমাবদ্ধতাই নয়, অস্বচ্ছতা, দুর্বল জবাবদিহিতা এবং সকলের অংশগ্রহন নিশ্চিত না করা ও কারণ বটে। কর্তব্যর প্রতি অবহেলা এবং এই বিষয়ে সচেতনতার অভাব একটি বড় কারন। । এক্ষেত্রে স্কুলের তহবিল সংক্রান্ত স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে, এবং এ বিষয়ে অভিযোগ করার ক্ষেত্রও কম বা নেই বললেই চলে।দুর্নীতির কারণে শৌচাগারসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এর অর্থ পাচার হওয়া বা অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

এর অর্থ হল, স্কুল সমূহে ওয়াশের সেবা উন্নয়নের জন্য সার্বিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন এবং এর মাধ্যমে সেবার প্রতি আন্তরিকতার উন্নয়ন ঘটানো। এটির উদ্দেশ্য হল স্কুলের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধার টেকসই উন্নয়নে এবং সমতা নিশ্চিতে স্কুলের সকল স্টেকহোল্ডারদের মাঝে সচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

.

সংজ্ঞাসমূহ

ওয়াশ কি?

ওয়াশ এর বর্ধিত রূপ হল, পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন"। ওয়াশের সার্বজনীন, সাশ্রয়ী ও টেকসই উন্নয়ন (সাস্টেইনাবল) হল আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে শুদ্ধাচার কি?

শুদ্ধাচার হল ওয়াশ-এর একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ যা পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সততা, জবাবদিহিতা এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্তগ্রহনের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান যার লক্ষ্য হল পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় সমতা ও টেকসই উন্নয়ন আনয়ন করা।

পরিবর্তনের প্রচারঃ বিদ্যালয়ের ওয়াশ খাতে শুদ্ধাচারের প্রয়োগ

২০১৭ সাল থেকে, ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুওর (ডরপ) এবং ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (WIN) বাংলাদেশের স্কুল নমূহে এনোটেটেড ওয়াটার ইনটিগ্রিটি স্ক্যানিং (AWIS)টুল ব্যবহার করে কীভাবে ওয়াশ খাতে উন্নয়নে শুদ্ধাচারের বিষয়গুলো প্রভাব বিস্তার করছে তা জানার জন্য একসাথে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে ডরপ এবং WIN সরকারী সংস্থাগুলোতে (শিক্ষা বিভাগ সহ) নীতিমালা ও পরিপত্র পরিবর্তনের নিমিত্তে পরামর্শ প্রদান/সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে এবং স্কুল সমূহে ওয়াশ সুবিধা উন্নয়নকল্পে কাজ করছে।

AWIS ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩০টি স্কুলে ওয়াশ খাতে শুদ্ধাচারের অবস্থা পর্যালোচনাঃ

AWIS হল একটি অংশগ্রহনমূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা টুল (পরিমাপক) যা কোন একটি নির্ধারিত বিষয়ে শুদ্ধাচারের অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি পরিমাপ করে। এক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারগন স্কুলে ওয়াশ খাতের উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালিত ঝুকিপুর্ণ শাখাসমূহে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহন-এর মাত্রা সরাসরি পর্যালোচনা করেন এবং প্রধান অন্তরায়সমূহে চিহ্নিত করে উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেন।

ডরপ এবং WIN সরকারী ওয়াশ পরিপত্র-২০১৫ কে ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে ব্যবহার করে স্কুলের পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন খাতে শুদ্ধাচারের প্রয়োগ পরিমাপের জন্য AWIS টুলটি সাজিয়েছে। ২০১৮ সালে, বাংলাদেশের দক্ষিণের দুইটি দুর্গম উপজেলা ভোলা এবং রামগতিতে অবস্থিত ৩০টি বিদ্যালয়ে ৬০০এরও বেশি অংশগ্রহনকারীর অংশগ্রহনে (শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্কুলপ্রশাসন, সমাজের লোকজন) আয়োজিত প্রতিটি কর্মশালায় উক্ত টুল ব্যবহার করেছে।

কর্মপদ্ধতি

প্রতিটি বিদ্যালয়ে AWIS কর্মশালা আয়োজন করা হয় এবং উক্ত কর্মশালায় সরকারী ওয়াশ পরিপত্র-২০১৫ এর আলোকে অংশগ্রহনকারীদেরকে স্কুলের ৫টি ঝুকিপূর্ণ বিষয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, এবং অংশগ্রহনের (TAP) ভিত্তিতে নম্বর প্রদান স্কোরিং) এবং সম্মিলিতভাবে আলোচনা করার জন্য আহবান করা হয়। ৫টি ঝুকিপূর্ণ বিষয়সমূহ হলঃ

১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
২। লিঙ্গ স্বতন্ত্রতা
৩। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
৪। অন্তর্ভূক্তি/অংশগ্রহণ
৫। আর্থিক পরিকল্পনা

অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে ছিলেন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, সমাজের লোকজন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, উদ্যোক্তা, গ্রাম্য চিকিৎসক, স্থানীয় ইমাম/পুরোহিত এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা।

প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্কুল ওয়াশের কাঠামো বিশ্লেষণ, ডেস্কটপ পর্যালোচনা, ওয়াশ বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ সভা, অভিভাবকদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)এবং মাঠ পর্যায়ে স্কুলসমূহে পর্যবেক্ষণ AWIS ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

AWIS টুল সম্পর্কিত আরও তথ্য https://waterintegrity.net/awis– এ পাওয়া যাবে।

ওয়াশ এর পরিষেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহনের অভাবঃ সীমিত বাজেট বিষয়ক তথ্য, অনির্দিষ্ট দায়িত্ব, সীমিত আলোচনা, এবং অভিযোগ জানানোর সুযোগের অভাব

AWIS অনুশীলনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহন (TAP) এর ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যা স্কুল সমূহে ওয়াশ এর পরিষেবায় কুপ্রভাব ফেলছে। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের অনেকেই বিদ্যালয়ে ওয়াশ সুবিধা বিশেষ করে মেয়েদের মাসিক কালীন স্বাস্থ্য সুবিধা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অংশগ্রহণকারীগণ এ বিষয়েও আলোচনা করেন যে, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণর হার-এর বিষয়টিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে প্রাধান্য দেন যেহেতু এর মাধ্যমে উনারা ভর্তুকির পরিমাণ কত হবে তা নির্ভর করে। উনারা স্বীকার করেছেন যে, দুর্বল ওয়াশ ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং তাদের কৃতকার্যতার উপর কী বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ে উনারা কখনও চিন্তা করে দেখেন নি। সার্বিকভাবে, স্কুল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং পরিচালনায় এই বিষয়ে বোধগম্যতার অভাব রয়েছে।

AWIS কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীরা বিদ্যালয়ে ওয়াশ এর ঝুকির ক্ষেত্রের বিশেষ তিনটি প্রধান বিষয় যথা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

স্বচ্ছতা

তথ্যসমূহ কি সহজলভ্য এবং গ্রহনযোগ্য? দায়িত্ব কি সুস্পষ্ট?

- বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই বিদ্যালয়ে ওয়াশ সম্পর্কিত লিখিত নির্দেশনা বা সুস্পষ্ট দায়িত্ব বন্টন করা নেই।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়াশ এর বাজেট এবং ব্যয় এর ব্যাপারে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।
- স্কুলের স্যানিটেশনের জন্য বিশেষভাবে কোন বাজেট বরাদ্দ নেই।
- বর্তমান মানুয়্যাল হিসাবনিকাশ পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য প্রতীয়মান হয় না।

জবাবদিহিতা

বিদ্যালয়সমূহ কী তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন?

- শৌচাগারগুলো কদাচিৎ পরিচ্ছন্ন বা পরিষ্কার করার সুরক্ষামের ঘাটতি রয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা পূরণে শৌচাগারগুলো উপযোগী নয়।
- আর্থিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন দুর্বল।
- হিসাবনিকাশ পদ্ধতির পর্যবেক্ষণ করা হয় না।
- আর্থিক নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ দুর্বল এবং অনিয়মিত।

অংশগ্রহন

সব ভুক্তভোগী স্টেকহোল্ডারদের কি অংশগ্রহন করানো হয়েছে?

- স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই।
- বেশিরভাগ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীরা বিশেষত অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী ও কমিউনিটি সদস্যরা স্বীকার করেছেন যে তারা ওয়াশ পরিস্থিতি উন্নয়নে বিদ্যালয়সমূহের সাথে আলোচনা শুরু করার কথা সম্পর্কে চিন্তা করেন নি।
- অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের স্যানিটেশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা উপলব্ধি করতে পেরে বিস্মিত হয়েছিলেন।

পরবর্তী ধাপঃ পরিমার্জন

এই প্রকল্প আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে অনেকেই স্কুল সমূহে ওয়াশ সুবিধাদির অবস্থা সম্পর্কে জানতেন না। কর্মশালাগুলো পরিচালনা এবং ফলাফল উপস্থাপনার পরে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন সুবিধাদির উপর জরুরী ভিত্তিতে নজর দেয়া প্রয়োজন। তারা সকলেই একমত হয়েছেন যে কর্মশালার ফলাফল হিসেবে সমবেতভাবে নিম্নলিখিত কাজগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমেই সম্পন্ন করতে হবেঃ

- জরুরী সময়ের প্রয়োজনে স্যানিটারী প্যাড কর্ণার স্থাপন এবং ব্যবহৃত স্যানিটারী প্যাডের যথাযথ ব্যবস্থাপনা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন শৌচাগার নিশ্চিত করা।
- শৌচাগারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পর্যাপ্ত পরিমানে সাবান ও টিস্যুপেপার সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- শৌচাগারে প্রবাহমান পানি এবং অবাধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা স্থাপন করা।
- সকল শ্রেণীকক্ষে নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য শৌচাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং উক্ত বিষয়ে অন্তত: একজন শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া।
- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী ব্যক্তিবর্গের তদারকী/মনিটরিং ও বিদ্যালয়ে ওয়াশ সুবিধা বর্ধিত করার লক্ষে এদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি/জোরদার করা।
- স্কুল সমূহে ওয়াশ কমিটি বা শিক্ষার্থীদের দল তৈরী করা।

খাত সংস্কারের পথে এগিয়ে যাওয়াঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণে ওয়াশ নীতিমালা ও অনুশীলনে শুদ্ধাচার আনয়ন।

WIN ও ডরপ, প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখতে পায় যে স্কুলসমূহের ওয়াশ খাতের মান এবং টেকসই উন্নয়নে শুদ্ধাচারের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। ওয়াশ খাতের এই অবস্থার জন্য এর এই বিষয়টি শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ করে ছাত্রীদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। ওয়াশ সুবিধা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ ও কৃষ্টি ইত্যাদির মধ্যকার যোগসূত্রতার গুরুত্বকে তুলে ধরা প্রয়োজন এবং এটিকে অবকাঠামো, প্রযুক্তি এমনকি অর্থায়নের উপরেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বাংলাদেশেও একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈরী করা প্রয়োজন যেখানে স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে ওয়াশ বা ওয়াশ সুবিধার গুরুত্ব সম্পর্কেই জানবেনা বরং অংশগ্রহন ও তাদের মতামত/উদ্বেগ প্রকাশ করার গুরুত্বও বুঝতে পারবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে (SDG) কাজ করতে গিয়ে পানি এবং শিক্ষা খাত যেন পিছিয়ে না পরে সেটি নিশ্চিতকরণে নীতিমালা ও কার্যক্রমে শুদ্ধাচার আনয়ন করা অতীব প্রয়োজন।

সরকারের পক্ষ থেকে করনীয়

- স্বাস্থ্য ও পানি বিষয়ক নীতিমালা পর্যালোচনা করা দরকার যাতে কেউ পিছিয়ে না পড়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিবন্ধী, মেয়ে ও শিশুদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় আনতে হবে।
- নীতিমালা এবং অনুশীলনে মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি আরও বেশি দৃষ্টি দিতে হবে।
- উক্ত বিষয়ে আরও দৃষ্টিপাত করে এই ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটানো সম্ভব এবং শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের (ছেলে শিক্ষার্থীদেরও) মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ (SDG-6) পূরণে জাতীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ২০১৫ সালে জারিকৃত স্কুল ওয়াশ এর প্রজ্ঞাপনটি পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করতে হবে এবং স্কুল সমূহে বাজেট বরাদ্দের জন্য একক দায়িত্বের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- স্কুল ওয়াশ বিজ্ঞপ্তিটি একটি সুদৃঢ় পরিকল্পনার ও বাজেটের সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে যা শিক্ষা বিভাগের নীতি ও ধারণা মেনে চলতে সহায়তা করবে। ২০১১ বা ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় পানি সুরক্ষা কাঠামো এবং ২০১৮ সালের পরিমার্জিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক জাতীয় কৌশল যা দুর্গম এলাকায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সাথে জড়িত, আস্থার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন যে বিজ্ঞপ্তিটির বাস্তবায়নের দায়িত্ব যৌথভাবে সরকার এবং স্কুল কমিটির উপর বর্তায়।
- স্কুল ওয়াশ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাজেট বরাদ্দের বিষয়টিকে আরও স্বচ্ছ করার নিমিত্তে প্রতিটি উপজেলা ভিত্তিক প্রকাশ করতে হবে।
- উপাত্ত এবং প্রমানাদি সংকলন এবং এই উপখাতে একাত্বতার বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করার জন্য মফস্বল শহর ও মহানগরসহ অন্যান্য এলাকাতেও বিদ্যালয়ে ওয়াশ বিষয়ক আরও AWIS কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।
- স্কুল ওয়াশ এর বাজেট ও বার্ষিক পরিকল্পনায় স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহন থাকতে হবে এবং একইসাথে জবাবদিহিতাও থাকতে হবে।
- স্কুলের ওয়াশ খাতের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহন এবং চাহিদা আবেদন করার সক্ষমতা কম হলে বাজেটে শুধুমাত্র ভৌত অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করার প্রতি প্রাধান্য দেবে। এক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা সমাধানে সক্ষম করবে এবং ওয়াশ এর বাস্তবায়ন উন্নয়ন করবে।
- স্কুল ওয়াশ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সেবা প্রদানকারীদের ম্যাপিং করতে হবে। কেননা বর্তমান প্রেক্ষাপটে, অনেক স্টেকহোল্ডারদের নিকট তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব অসংলগ্ন এবং অস্পষ্ট।

সুশীল সমাজের জন্য পরামর্শ

- ওয়াশ পরিষেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে CSO, Community Based Organizations (সামাজিক সংস্থাসমূহ) এবং স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা কর্ম-পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে তদারকি এবং সহায়তা করতে পারেন। বাজেট ট্র্যাকিং একটি বিশেষ সামাজিক জবাবদিহিতা হাতিয়ার বা টুল যা স্কুল ওয়াশ এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বাজেট এবং বাজেট স্বল্পতার ক্ষেত্রে প্রমান নির্ভর প্রচার বা সমর্থনে (Evidence base Advocacy) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সুশীল সমাজের ব্যক্তিগণ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণকে স্কুল সমূহে ওয়াশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিশেষ করে শিক্ষকদের মাসিককালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রভাবিত করতে পারেন।
- অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের অভিভাবক মিটিং-এ ওয়াশ বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষকদের স্কুলের ওয়াশ পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চেয়ে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন।

স্কুল সমুহের জন্য করনীয়

- স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্কুল ওয়াশ এর কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সমন্বয় করবে, একইসাথে বিদ্যালয়ে মিটিং-এ অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে ওয়াশ বিষয়ক আলোচনা নিশ্চিত করবে।
- স্কুল সমূহ শৌচাগারের জন্য পৃথক বাজেট যেন থাকে তা নিশ্চিত করবে।
- শিক্ষকগণ ওয়াশ-এর বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে সক্রিয়ভাবে আলোচনা করবেন, তাদের চাহিদার ব্যপারে শুনবেন এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি যেন এই বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তা নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের অভিভাবক, শিক্ষক এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে স্কুলে ওয়াশ বিষয়ে তাদের মতামত ও চাহিদা বিষয়ে আলোচনা করবে। তারা শৌচাগারে পরিচ্ছন্নতা এবং সাবান, পানি ও আলোর ব্যবস্থা আছে কিনা তা তদারকি করার জন্য নিজেরা একটি কমিটি গঠন করতে পারে।

ছবি: কারমেন ফার্নান্দেজ ফার্নান্দেজ

নভেম্বর ২০১৯ এ WIN এবং ডরপ এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত।

ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (WIN) বিশ্বব্যাপী ওয়াশ এবং পানি খাতে শুদ্ধাচার নিশ্চিতের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রশমন এবং উন্নয়নে অংশীদার ব্যক্তি, সংস্থা এবং সরকারের সাথে একটি উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক প্রনয়নের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। www.waterintegritynetwork.net

ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অফ দি রুরাল পুয়র (ডরপ) ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের একটি জাতীয় এনজিও। এটি পানি ও স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী পরিচালনার জন্য গ্রামীণ মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে কর্ম-ভিত্তিক গবেষণা চালায়। www.dorpbd.org

অনুগ্রহ স্বীকার:

এই কাজটি সম্ভব হতোনা যদি না সকল সুবিধাভোগী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পিতামাতা, স্কুল প্রশাসন এবং AWIS কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য ছাড়া যারা স্কুলে ওয়াশ সেবা উন্নত করার জন্য আন্তরিকতার সাথে তাদের শ্রম ও সময় দিয়ে স্বেচ্ছাসেবায় কাজ করেছেন।

ডঃ কারমেন ফার্নান্দেজ, মিসেস রুবিনা ইসলাম, অধ্যাপক রুহুল আমিন জাহাঙ্গীর-ভোলা, এবং মিসেস জেবুন নাহার-রামগতি তাদের কাজ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ।

36/2, East Shewrapa Mirpur, Dhaka-1216
fb: dorpngo, twitter: dorpngo. web: dorpbd.org